পর্ব্বোপলক্ষে উপহার।

ভারত-উদ্ধার।

অথবা

চারি আনা মাত্র।

(ভবিষ্য ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা)

শ্রীরামদাস শর্ম্ম-

বিরচিত।

One must understand a thing to [illegible] to enjoy it

Every man is a [illegible] of his [illegible] when you strip him "

কলিকাতা

ক্যানিঙ্ লাইব্রেরী

শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১২৮৬।

শ্রীমতিলাল দাস কর্ত্তৃক ও প্রপ্রেশ মুদ্রিত, ২৮ মীরজাফর লেন কলিকাতা

উৎসর্গ।

শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সমীপেষু।

"কল্পতরুতে" আপনি আমার প্রতি যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিয়াছেন, এবং আপনার শিষ্টাচারেরও পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। বস্তুতঃ আমি তাদৃশ নীচ-প্রকৃতিক কি না লোকে তাহার বিচার করুক, এই উদ্দেশে এই মহাকাব্য আপনার নামে উৎসর্গ করিলাম। আপনি আমার নাম ব্যবহার করিবার সময়ে আমার অনুমতি লয়েন নাই, আমিও মহাশয়েরই অনুকরণে অনুমতির অপেক্ষা করিলাম না। "ভারত-উদ্ধারের" যদি সুখ্যাতি হয়, আমার পর্য্যাপ্ত প্রতিশোধ হইবেক, অখ্যাতি হয়, স্বকার্য্যের ফলভোগ করিবেন, ইতি।

কলিকাতা
বড়দিন, ১৮৭৭

শ্রীরামদাস শর্ম্মা।

ভারত-উদ্ধার।

প্রথম সর্গ।

গাও মাতঃ সুররমে, বাণী-বিধায়িনি,
কমল-আসনে বসি, বীণা করি' করে,
কেমনে ইংরেজ-অরি দুর্দ্দান্ত বাঙ্গালী—
ত্যজিয়া বিলাস-ভোগ, চাকুরীর মায়া,
টানা-পাখা, বাঁধা হুঁকা, তাকিয়ার ঠেস
উৎসৃজি' সে মহাব্রতে, সাপটি গুঁজিয়া
কাচার অন্তরে নিজ লম্বা ফুল-কোঁচা,—
ভারতের নির্ব্বাপিত গৌরব-প্রদীপ,—
তৈলহীন, সল্‌তে-হীন, আভাহীন এবে—
জ্বালাইলা পুনর্ব্বার, উজ্জ্বলিয়া মহী।
বোনেদি ভারত-কবি মুনি বাল্মীকির
প্রেতাত্মার প্রেত-পদে করি' নমস্কার,
অথবা প্রাচীন গ্রীশে, নগরে নগরে
ঘুরি', যত গোর-স্থান নিষ্কাশিত করি',

হোমর-কঙ্কালে আমি সেলাম ঠুকিয়া,
গীতাইয়া লইতাম ভারত-উদ্ধার-
বার্ত্তা; কিন্তু নব্যকবিদল-উৎপীড়নে
আছে কি না আছে তাঁরা, এ সন্দেহ ঘোর
হইয়াছে মম চিতে; (এত অত্যাচারে
জীবন্ত মরিয়া যায়, তাঁরা ত মরা।)
অভিমান আছে তাহে বাঙ্গালী বলিয়া,
পরপদ-ধূলি মাত্র বর্দ্দাস্তিতে নারি।
তাই মা তোমারে সাধি। প্রকাশিয়া দয়া,
মূর্ত্তি ধরি, অবতরি স্বাধীন ভারতে,
রাখানি বাঙ্গালী-বীরে, বীরত্ব বাখানি,
বিস্তারে কৌশল-কাণ্ড বির্বরিয়া তার
সফল কর মা জন্ম, তোমার, আমার।

কালেজের পড়া শুনা সব করি' শেষ
ছ মাস ছ মাস ধরি' আফিশে আফিশে
নিতি নিতি যাই আসি, কিছুই না হয়।
শুক্ল-চন্দ্র-কলা যেন বাড়ে দিনে দিনে,
ব্রাহ্মণীর হৃদাকাশে বিরাগ তেমতি
বাড়িতেছে মাত্র। পরিশেষে একদিন,
ধূলি-ধূসরিত জুতা, মলিন বদন,

ফেকো উড়িতেছে মুখে সাধি' জনে জনে,
ব্রাহ্মণীর ক্লান্ত কান্ত ঘরে ফিরে এনু,
খাবার কি আছে কিছু? জিজ্ঞাসা করিনু।
"ভস্ম খাও, দগ্ধানন! তোমার কপালে
পড়িয়া সকল সাধ পূরিয়াছে মোর;
আছে মাত্র ছেলে দুটো—সংসার-বন্ধন—
নহিলে, কলস বজ্জ ক্লেশ অবসান
করি' দিত কোন্ কালে। হে অক্ষম নাথ,
দুধের অভাবে বুঝি সে দুটোও মরে।"
না কহিলে নয় কথা, আপন আশয়,
পরাক্রম, আশা কত, সব বিস্তারিয়া
কহিনু ধনীরে। বুঝি, অসহ্য হইল,
ধরিয়া বিরাট ঝাঁটা প্রহার করিল।
তখন তিলার্দ্ধ তথা তিষ্ঠিতে না পারি'
পলাইনু নিজ ঘরে; অর্গলিয়া দ্বার,
সুরেশ্বরী ছিল ঘরে, ভকতি করিয়া
সেবিলাম যথোচিত। দেবীর কৃপায়
দিব্য চক্ষু লভিলাম, হৈল দিব্য জ্ঞান।
দেখিলাম ভারতের ভবিতব্য যত,
বর্ত্তমান হেন;—কিসে ভারত-উদ্ধার

কবে হৈল কোন্ মতে কাহাব দ্বাবায়।
স্মবি স্ববীশ্ববী সবস্বতী সবিনযে,
গাইতে কহিনু তাঁবে উপর্য্যুক্ত মতে।
আকাশসম্ভবা বাণী হইল তখন।—
“কেন বৎস, গুণনিধি, কৃতীকুলমণি,
গীত গাইবাবে মোরে কর অনুবোধ?
হইল বযস কত, বার্দ্ধক্যে জরায
অষ্ট অঙ্গ দড়ি দড়ি, দেহে নাহি বল,
বীণা ধবিবাবে কষ্ট, খসি খসি পড়ে,
অঙ্গুলী কম্পিত হয; কণ্ঠ ছাড়ি যদি
শব্দ বাহিবিতে যত্ন করে কোন দিন,
স্খলিত-দশন তুণ্ডে হদদদ হয়।
আর কি সে দিন আছে? এখন তুমিই
ববপুত্র আছ মম, জীও চিরদিন;
যে গীত গাইতে ইচ্ছা গাওবে অবাধে।
ভাষা, ভাব, যতি, মিল, রস, তান, লয
ফুৎকাবে তোমাব, সব হয জড় সড়;
যাহা লিখ তাই কাব্য, যা গাও, সঙ্গীত;—
আমা হ’তে পুত্র, বড় হইযাছ তুমি।
দেবের মবণ নাই তাই বেঁচে আছি,

নহিলে শঙ্কিতে সদা বাঁচিবারে সাধ
কার চিতে হয় বল ? কবে ফুরাইবে,
দশদিক অন্ধকার করি' চলি' যা'বে,
এই ভেবে দিন দিন হইতেছি ক্ষীণ।
তুমিই গাওরে গীত ওরে বাছাধন,
গাইতে পার ত ভাল, গাইবেও ভাল,
শুনিয়া ত্রিলোকবাসী কাঁদিয়া মরিবে।"

ইতি শ্রী ভারতোদ্ধার কাব্যে প্রস্তাবনা নাম
প্রথমঃ সর্গঃ।

দ্বিতীয় সর্গ।

একদা আষাঢ় মাসে, আষাঢ়ান্ত দিন,—
সহজে দুঃখীর দিন যেতে নাহি চায়—
কত কষ্টে গেল, ক্রমে সন্ধ্যা হ'য়ে এল।
মৃদুল মলয় বায়ু, পরিমল-বহ,
বঙ্গোপসাগর-নীর-শীকরেতে তনু
সিক্ত করি, ধীরি ধীরি মহানগরীতে
আসিয়া পৌঁছিল ; তথা, চতুরঙ্গী পল্লী
ঘর ঘর ফিরি, যথা যত পরিমাণে

শৈত্য কি সুগন্ধ লাগে, বাঁটি বাঁটি দিল।
পবিমল বিতরণে পবনের ভার
লঘু না হইল কিন্তু ; অঙ্গাবাম্ল বাষ্পে
পূবিত হইযা পুনঃ উত্তবে পশিল ;—
হায যথা গোপবধূ এক কেঁড়ে দুধ
পানা পুকুবেব জলে সমান বাখিযা
যোগাইযা ফেবে বঙ্গে প্রতি ঘরে ঘবে।
অন্তবে বাহিরে গ্রীষ্ম সহিতে না পাবি,
হেন সন্ধ্যাকালে—শীতল হইব, বাঞ্ছা—
বিপিন একাকী ভ্রমে গোলদীঘি-তটে ;
—যথা সুবপতি, যবে দৈত্য-অনীকিনী-
বেষ্টিত অমবপুবী, এই যায যায,
ভ্রমে একা, চিন্তাযুক্ত, নন্দন কাননে।
ভাবিছে বিপিন,—"হায। গত কত দিন
এই ভাবে ; আব কত দিন বা সহিব
দারুণ যন্ত্রণা ; বঙ্গ, কত কাল ব'বে,
বঙ্গবাসী পেটে অন্ন যদি নাহি পড়ে ?
আমি ত মবিব আগে, ক্রমে বংশলোপ ;
এই রূপে ক্রমে ক্রমে সব যদি যায,
থাকিলেও বঙ্গ, তার নাম কে করিবে ?

ভাবত কি চিবদিন পবাধীন র'বে!
সুখেব চাকুবী ছিল, তুচ্ছ অপবাধে
দশেব মুখেব গ্রাস কাড়িয়া লইল,
পাপিষ্ঠ ইংবেজ। পদে পদে প্রবঞ্চনা
যাব, সেই কি না মিথ্যা-বলা দোষ ধবি,
ছুতোনাতা ছলে সর্ব্বনাশ সাধিল।
ছাড়িয়া জননী-স্তন্য ধবিয়াছি পুঁথি,
নিদ্রা নাই, ক্রীড়া নাই, আমোদ বিশ্রাম.
যথাকালে উপজিল মাথাব ব্যারাম।
এখন যে খেটে খাব সে গুড়েও বালি।
ভাবি নিরুপায়, আসি সাহিত্যের হাটে
বিবিধ কল্পনা-খেলা কবিতে লাগিনু,
সাজাইনু নানা মতে দ্রব্য অপরূপ,
ঘুমন্ত ভাবতে ডাকি লক্ষ সম্বোধনে
জাগাইতে গেনু—ওমা। সকলেই জেগে,
সকলেই ডাকিতেছে—ভারত। ভাবত।
সকলে বিক্রেতা হাটে, ক্রেতা কেহ নাই—
ভাবতে ভাবত-কথা বিকায় না আর।
গিয়াছে ধর্ম্মের দিন, এবে গলাবাজি,
তা'ও যদি ঘরে খেয়ে করিবারে পার।

—উপায় কিছুই নাই! কুপোষ্য সুপোষ্য,
পতিপ্রাণা প্রণয়িণী, দুগ্ধপোষ্য শিশু,
এসব ফেলিয়া, দূর দেশান্তরে যাই,
তা'ও ত পারি না প্রাণ থাকিতে এদেহে।
ইংরেজে আপত্তি নাই, যদি জনে জনে
"লাট"-পদে অভিষেকি আহার যোগায়।
ভারতের ভাগ্যদোষে তাহা ঘটিবে না,
আমার দুঃখের নিশি বুঝি পোহা'বে না।
অসহ্য হ'তেছে ক্রমে, রাখিতে পারি না,
নিশ্চিত ইংরেজে দিতে হ'ল রসাতলে।
রুষ ভাল, যদি খেতে পাই দুই বেলা;
যবন মাথার মণি, জঠরের জ্বালা
নিবারণ করে যদি; না হয় স্বাধীন
হউক ভারতবর্ষ লুটে পুটে খাব।
ইচ্ছা করে এই দণ্ডে বঁটি করি করে
—হায় রে লজ্জার কথা, অন্য অস্ত্র নাই।—
—হায় রে দুঃখের কথা, অস্ত্র চালাইতে
শক্তি নাই, জ্ঞান নাই বঙ্গবাসী-দেহে!—
"বঁটাইয়া দিই যত পাষণ্ড ইংরেজে।"
স্তম্ভিত বিপিন; মুখে একমাত্র বোল

—"বঁটাইয়া দিই যত পাষণ্ড ইংরেজে"।
বাম জুতাতলে ক্ষিতিতল সংঘর্ষণ
করিতেছে বিপিন দ্রৌপদী-পরাক্রমে
—না সম্ভবে বাঙ্গালীর ভীম-পরাক্রম—
সঘনে "বঁটায়" যত "পাষণ্ড ইংরেজে।"
বিপিন কৃষ্ণের বাহু বিষম তুলিছে,
লাটিম ছাড়ি'ছে যেন কল্পনার বলে,
মুখে শুধু "বঁটাইছে পাষণ্ড ইংরেজে"।
বিপিনের তদাতন মুখের ভঙ্গিমা,
অন্ধকার হেতু নাহি পারি বর্ণিবারে
—হায় রে কল্পনা-নেত্র নাহিক আমার—
কিন্তু অনুভবে বুঝি, দন্ত কিটিমিটি,
অধর দংশন, আর ললাট কুঞ্চন,
কিছু কিছু ছিল, যবে বলিছে বিপিন
—"বঁটাইয়া দিই যত পাষণ্ড ইংরেজে"।

কামিনী কুমার প্রিয়বন্ধু বিপিনের
হেন কালে চুপি চুপি তথা উপনীত।
দেখিয়া বন্ধুর ভাব, পশ্চাতে পশ্চাতে
অগ্রসরি, সমীপেতে গিয়া বিপিনের
হস্তিল তাহার স্কন্ধ; চমকি বিপিন,

ভাবিযা পুলিশ, আব না চাহিযা ফিবে,
ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িবারে পাইল প্রযাস।
দৌড়ি'ছে বিপিন ; আব, কামিনী কুমাব
আশ্বাসিতে বন্ধুববে দৌড়ি'ছে পশ্চাতে।
যথা যবে ঘোব বনে নিষাদের শব
—নশ্বব আশুগ শব—মৃগেন্দ্র পশ্চাতে
তাড়া কবি ধবে, বিন্ধে, জবজরি পাড়ে
মৃগবাজে ভূমে, হায তেমতি কামিনী
সে কবাল সন্ধ্যাকালে গোলদীঘি ঘাটে
পাড়িলা বিপিনে, আব মড মড বড়ে
ধপাৎ কবিযা তাব উপবে পড়িলা।
বিপিন, অসিত-কান্তি, হেট-মুণ্ড, ভূমে
গৌবাঙ্গ কামিনী সহ যায গডাগড়ি ;—
কবিব উপমা-ক্ষেত্র—মার্গশীর্ষে যেন
দুর্ব্বাদলে শেফালিকা বাশি বাশি পড়ি,
অথবা, পর্ব্বতশৃঙ্গ গোধূলিব আগে
স্বর্ণকান্তি তপনেব কিবণে মণ্ডিত ;
কিম্বা যথা সুধাকব কৃষ্ণা ত্রযোদশী
শিবে দেয কুতূহলে কৌমুদী ঢালিযা।
কবিব আমোদ, কিন্তু বিপিনের ক্লেশ,

—লোষ্ট্র-ক্ষেপী বালকের মুখে যথা ভেক।
আড়ষ্ট বিপিন, মুখে বাক্য নাহি সরে,
সংশ্লিষ্ট দশন, চক্ষু স্পন্দন-রহিত,
নাসায় নিশ্বাস বায়ু বহে কি না বহে।
গা ঝাড়িয়া তাড়াতাড়ি উঠিলা কামিনী,
চিতাইলা বন্ধুবরে, তীর্থ একদেশে
টানিয়া, তুলিয়া কিম্বা, শোয়াইলা তারে.
উড়ুনীর উপাধানে, গলার বোতাম
পিরাণের খুলে দিয়া ব্যজনিলা তায়,
আনিয়া শীতল বারি খুঁট ভিজাইয়া
সিঞ্চিলা বিপিন মুখে ; সুদীর্ঘ নিশ্বাস
ফেলিলা বিপিন তবে, নড়িলা চড়িলা।
কহিল কামিনী—"কেন ভাই এত ভয়
তুমি ত সাহসী বড় বিখ্যাত জগতে,
বাঁধিলে লড়াই আজি দুশ্‌মনের সনে
তুমি অগ্রবর্ত্তী হ'বে, দেশের কল্যাণে
মুণ্ড নিতে মুণ্ড দিতে ভয় নাহি পাও,
তবে এ নগর মাঝে, জাগ্রত সকলে,
সিপাই সন্তরী হেথা ইঙ্গিত করিলে,
কেন হেন ভাব তব হৈল আচম্বিতে ?

পড়া শুনা করিযাছ, ভূত নাহি মান,
কেন তবে, হে বিপিন, বাঙ্গালী-ভরসা,
সাগর লঙ্ঘিতে পারি, গোষ্পদে ডুবিলে ?
তবে ত ভারত মাটী, ইংরেজের(ই) জয়।”
আশ্বাসিলা, বিলপিলা, হেন মতে যদি
কামিনী-কুমার, স্বর পরিচিত বুঝি,
বিপিন হৃদয়ে পুনঃ জন্মিল ভরসা,
বিপিন হৃদয়ে পুনঃ জ্বলিল অনল
—ইংরেজ নিধন যাহে, ভাগ্যের লিখনে।
সাহসে বিপিন কৃষ্ণ উঠিয়া বসিলা,
কামিনীরে বুঝাইলা মাথার ব্যারাম।
পুনঃ দোঁহে ধরাধরি দোঁহাকার হাতে,
চলিলা নিভৃতে সেই দীঘির ভিতর।
কামিনী বিনয়ে অনুরোধিলা বিপিনে
বিশেষিয়া প্রকাশিতে যত বিবরণ।—
“কি হেতু একাকী আসা, কিবা সে ভাবনা
হস্তের ঘূর্ণন যাহে, পদ বিক্ষেপণ ;
সহসা আগ্নেয় গিরি কেন উৎপাতিল,
সহসা স্ফুলিঙ্গ আজি কেন বা ছুটিল ;
গভীর জীমূতমন্দ্র হ’তেছিল কেন ;

ইংরেজ নিপাত শীঘ্র বুঝিনু নিশ্চিত।"
বহুক্ষণ দুইজনে হৈল কাণাকাণি,
বহু ভাবে বহু কথা বিচার করিলা
বন্ধুদ্বয়; ভারতের ভাবনা ভাবিয়া
বিসর্জ্জিলা অশ্রুনীর; সিদ্ধান্ত হইল
বাক্যে শুধু কালক্ষয়, কার্য্য হানি তায়।
কহিলা বিপিন, "আর বিলম্ব না সহে;
কল্যই সভায় সব করিব নিশ্চয়।
—ভারত উদ্ধার কিম্বা সভার বিলয়।"
দুই বন্ধু দুই দিকে করিলা প্রয়াণ,
নিজ নিজ ঘরে ভাত খাইলা দুজনে
"ভারত-উদ্ধার প্রাতে"—ভাবিয়া শুইলা।

ইতি শ্রীভারতোদ্ধার কাব্যে সঙ্কল্পো নাম
দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

তৃতীয় সর্গ।

তৃতীয় প্রহর দিবা হইল অতীত,
এ তিন প্রহর গেল জনমের মত,
অনন্ত কালের অঙ্গে মিশাইল কাল,

আহৃত সিকতা-মুষ্টি স্তূপে মিশাইল।
কোথা পূর্ণবয়া পুত্র, ধার্ম্মিক, পণ্ডিত,
ত্রিভুবন আকাঙ্ক্ষিয়া, জননীর ক্রোড়
শূন্য করি, অক্রুবাণ শিশুরে ফেলিয়া
পতির চরণ ভিন্ন গতি নাহি যা'র
এ হেন বধূরে করি চির-অনাথিনী,
ভুলিল সকল মায়া নিষ্ঠুরের প্রায়,
মুচাইতে অশ্রুনীর না চাহিল ফিরে।
বিচার মন্দিরে কোথা—ধর্ম্মাধিকরণে—
রাজত্ব, পৈতৃক ধনে, হইয়া বঞ্চিত,
ভিক্ষাভাণ্ড ভিক্ষিবারে পশিল সংসারে,
কোন মহাজন,—ন্যায়-কূটের প্রসাদে।
অদোষ, অপাপ, কোথা, না জানি না শুনি,
চক্রান্ত-অনলে দি'ছে জীবন আহুতি,
মূর্ত্তিমান যমরাজ নররাজে দেখি।
কে বলে নদীর স্রোত কাল-স্রোত সম?
ভাসাইয়া জবাফুল গঙ্গার সলিলে—
একটী একটী করি বহুতর ফুল,—
সারি দিয়া ভেসে যেতে দেখেছি বাহার
তীরে দাঁড়াইয়া, শেষে বহুক্ষণ পরে,

সাঁতারিয়া সবগুলি এনেছি ধরিয়া।
কিন্তু যে কালের স্রোতে পারিজাত জিনি
অমূল্য কুসুম কত ভাসিয়া গিয়াছে,
দেখিছি নয়নে, হায়! পারিনি ফিরাতে!
সাগরে সাঁতার দিলে ফিরে যদি পাই,
সুখের শৈশব তবে চাহি না কি আর?
একবার কালস্রোতে পড়িয়াছে যাহা,
তার তরে হাহাকার ভিন্ন কি উপায়?
কে বলে নদীর স্রোত কালস্রোত সম?
তৃতীয় প্রহর দিবা হইল অতীত।
নগরে আফিশ মুখে গাড়ী যুড়ী কত
ছুটিল ঘর্ঘর করি, প্রস্তরিত পথে।
"দাণ ধকা, বাম ধকা, ধাঁই কুড়ু" করি,
উড়ে মেড়া ছুটে কত "পানকী" লইয়া।
ক্রমে ঠন্ ঠন্ রবে চারিটা বাজিল।
আজীর্ণ দ্বিতল গৃহ ইষ্টক-রচিত,—
লোণা-ধরা, বালি-চুণ-কাম স্থানে স্থানে
খসিয়া গিয়াছে, তাই ইট দেখা যায়,—
শোভিছে, সুরম্য; রাজ-পথের উপরে,
আঁকা বাঁকা, উচু নীচু, কাষ্ঠ-দণ্ড-শ্রেণী-

আবৃত অলিন্দ তাব ম্লান ভাবে ঝুলি',
নশ্বব জগৎ, তাই প্রমাণিছে যেন।
অযুত জুতাব ঘর্ষে সোপানেব ইট
ক্ষযিত কোথায, আব স্খলিত ক্বচিৎ।
উপবে স্থন্দব ঘব, দীর্ঘ বিশ হাত,
প্রস্থে, অনুমানি, হ'বে হাত সাত আট ;
মাদুবিত মেজে, তাব উপবে চেযাব
সাবি সাবি স্থসজ্জিত, পূর্ণ চতুষ্পদ,
ত্রিপদ দু চাবি খান ; মধ্যস্থ টেবিল
কালেব কবাল চিহ্ন দেখাই'ছে দেহে।
জীর্ণ, শীর্ণ, ছিন্ন বজ্জু আশ্রয কবিযা,
বিলম্বিত টানা-পাখা, চীব-আববিত ;
পড়িত সে এত দিন, কেবল সন্দেহ
দড়ি আগে ছেঁড়ে কিম্বা কড়ি আগে পড়ে।

এ হেন মন্দিবে "আর্য্য কার্য্যকবী সভা"
প্রতি শনিবারে বৈসে। ধন্য সভ্যগণ।
ধন্য অনুবাগ। যাহে এ প্রাণ সঙ্কটে,
স্বদেশ-বাৎসল্য-পবাকাষ্ঠা দেখাইযা,
ভারত-কল্যাণে হেথা সশবীবে আ'সে।

চারিটা বাজিবা মাত্র, এক দুই ক্রমে

পঞ্চ সভ্য উপস্থিত সভার মন্দিরে।
আরব্ধ হইল কার্য্য ; গতোপবেশনে
কে কে উপস্থিত ছিল, কি কার্য্য সম্পন্ন,
কি প্রস্তাব হয়েছিল, কে বা দ্বিতীয়িলে
ঐকমত্যে ঊঢ় তাহা হইল কেমনে,—
রীতিমত বিবরিত, হৈল দৃঢ়ীকৃত,
সভ্যদল সম্মোদনে, অদ্যের সভায়।
উঠিলা বিপিন তবে চেয়ার ছাড়িয়া,
কৃতজ্ঞতা প্রকাশিতে ক্যাঁকোচ্ সুস্বরে,
উঠন্ত বিপিনে ধন্যবাদিল চেয়ার।
কহিলা বিপিনকৃষ্ণ সম্বোধিয়া সবে,—
"ভদ্রগণ, বন্ধুগণ, স্বদেশীয়গণ,
যুষ্মদীয় অনুমতি সহকারে আমি
বাঞ্ছি প্রস্তাবিতে এক গভীর প্রস্তাব ;
জীবন মরণ সম যে প্রস্তাব গুরু,
যে প্রস্তাবে নির্ভরি'ছে সবার কল্যাণ ;
দেহ প্রাণ নিজ হ'বে, র'বে বা পরের
চির জন্ম, যে প্রস্তাবে খলু মীমাংসিবে ;
ভারত আপন ভার, পাবে কি না পাবে
লইতে আপন স্কন্ধে, সিদ্ধ যে প্রস্তাবে ;

যে প্রস্তাবে, সংক্ষেপতঃ, নির্ভবে সকল—
আমাদের, বাঙ্গালাব, ভারতের ভাবী।”
নিস্তব্ধ সকল সভ্য, বিস্ফারিত আঁখি
এক ভাবে সংগ্রথিত বিপিনেব মুখে ;
নিস্তব্ধ সে সভাতল,—নড়িলে গোধিকা
শব্দ তাব শুনা যায বিনা আকর্ণনে।
ত্রিলোকেব এক মাত্র শ্বাস হয যদি,
সেই এক শ্বাস বোধি' ত্রিলোক-নিবাসী
আবম্ভে কুম্ভক যোগ একাসনোপবি,
নদ নদী বদ্ধস্রোত, না সঞ্চরে বায়ু,
গ্রহ উপগ্রহ নাহি কবে চলাচল,
তথাপি না হয স্তব্ধ সভাতল সম।
চলিলা বিপিন,—“কিন্তু দুঃখের বিষয,
নহি বাক্যপটু আমি, নাহিক বাগ্মিতা,
নাহি শব্দে অধিকাব প্রকাশিতে ভাব,
উদিত অন্তবে যত ;—যথা পুবাকালে
প্রকাশিলা মুনিগণ দুঃখ, এই বলি,
‘হায বে ধর্ম্মেব তত্ত্ব নিহিত গুহায’—
যা' হৌক, সৌভাগ্য ক্রমে, বিষয়ের গুণে,
বাগ্মিতার প্রযোজন না হইবে কভু,

মরমে পশিবে বস্ত্র জরজরি তনু।"
করতালি পদতালি সঘনে সভায়,
বৈশাখের মেঘে যেন কবকা-নির্ঘোষ।
পুনশ্চ বিপিনকৃষ্ণ আরম্ভিলা কথা,—
"ইংরেজের অত্যাচার নহে অবিদিত
কাহার এ সভাক্ষেত্রে; বিস্তার বিফল,
তথাপি, মরম-দুঃখ চরম যাহাতে,
গন্তব্য-উল্লেখ তার না করিয়া আজি
পারি না গ্রহিতে পুনঃ আসন আমার;
বিশাল ভারত-ক্ষেত্র, মাসাবধি যা'র
নিয়ত হাঁটিলে প্রান্ত দেখা নাহি যায়,
লৌহের শৃঙ্খলে তার অষ্ট অঙ্গ বাঁধি,
চালাই'ছে তদুপরি আগ্নেয় শকট,
সপ্তাহের পথ হেন সঙ্কীর্ণ করেছে।
কি আর লাঘব বল, কোন অপমান
এর চেয়ে তীব্রতর বাজিবেক হৃদে,
হৃদয় থাকে হে যদি, শোণিত তাহাতে
জমিয়া না থাকে যদি দধির মতন
—শ্লেষ্মা-বৃদ্ধিকর যাহা দুগ্ধের বিকার।
এ নিগড় খুলিবে না, ছুলিতে দেহের

দুই পার্শ্বে দুই ভুজ?" পুনঃ করতালি।
"নিজ নিজ বাহু কাটি, সাগরের জলে
ছুড়িয়া ফেলিয়া দাও, ঘৃণা যদি থাকে,
নিয়োজিত বাহু যদি নাহি উন্মোচিতে
যেই শেল হানিয়াছে বাঙ্গালার বুকে,
চড়ায়েছে যেই শূলে প্রাচীন ভারতে।
—অসাধ্য বোঁচায় আর না নিন্দিবে কেহ।
হায় ঘৃণা! হায় লজ্জা! হা ধিক্! হা ধিক্।
হা কষ্ট! হা দুরদৃষ্ট! ভাগ্য ভারতের!
চীৎকারিছে দিবানিশি কবি, নাট্যকার,
তবু না ভাঙ্গিল ঘুম, অকালকুষ্মণ্ড
কুম্ভকর্ণ বাঙ্গালীর, ভারতের তরে!
বিলম্ব না সহে আর।" বলিতে বলিতে
ভীম বেগে কটিতটে কোঁচার কাপড়
জড়ায় বিপিনকৃষ্ণ; সমবেদনায়
সকলেই নিজ নিজ কাপড় কসিল।
হইয়া সহজ পুনঃ কহিলা বিপিন,—
"বঙ্গের সুপুত্র যত পত্র-সম্পাদক,
কবি আর নাট্যকার, যে দিন লেখনী
ধরিয়াছে, সেই দিন হইতে তটস্থ,

কম্পমান কলেবর ইংরেজের কুল।
ভাব ত, ধরিলে অস্ত্র এ হেন বাঙ্গালী,
কি হইবে কাপুরুষ ইংরেজের গতি।—"

বিপিনের কথা শেষ হইবার আগে
উঠিলা সুরেশ;—"যদি বাধা দিতে পাই
অনুমতি, প্রশ্ন এক সুধাই এ স্থলে।
স্বীকার, ইংরেজ-কুল কাপুরুষ বটে;
স্বীকার, ইংরেজ যেন অত্যাচার করে;
সম্মত হইনু যেন দুষিতে ইংরেজে;
নাহি যে শরীরে বল, তা'র কি উপায়?
সংখ্যায় ক জন হ'বে বিদ্রোহির দল?
কিম্বা যেন স্বেচ্ছা-বশে ভারতে ত্যজিয়া
ইংরেজ চলিয়া গেল আপনার দেশে,
তখন কোথায় র'বে ভারত-রাজত্ব?
হিমালয় কুমারিকা কেন র'বে এক?
কে হ'বে ভারতপতি হিন্দু কি যবন?
পঞ্জাবী কি মহারাষ্ট্রী, সিন্ধিয়া, নিজাম?
কে রক্ষিবে বহিঃ-শত্রু আক্রমণ কালে?
দস্যু, ঠগ নিবারণ কে করিবে তবে?
কে রাখিবে ধন, প্রাণ, সতীর সতীত্ব?

পথ ঘাট বাঁধাইযা কে দিবে তোমাব ?
কবকচে মলা মাটী দেখিতে কুৎসিত,
রুচিব লবণ কোথা পাইব তখন ?
কি খাইব, কি পবিব, বল দেখি ভাই ?
এ সব ভাবনা আগে ভাবিতে উচিত।
ইংবেজ যাইতে যদি চাহে এই ক্ষণে,
পাযে ধবি দশ যুগ বাখিবারে হ'বে,
শিখা'তে ভাবতে শুধু ঐক্য কাবে বলে,
শিখাতে, কেমনে হয বাজত্ব বিধান,
শিখাইতে পশু-বল, নীতি-বলে ভেদ,
শিখাইতে বাজা-প্রজা সম্বন্ধ কেমন।
তুমিও হ'বে না বাজা, আমিও হ'ব না,
আমাদেব ইহ জন্ম প্রজাভাবে যা'বে,
তবে কেন নিজ পাযে মাবিব কুঠাব ?
বাজাব কল্যাণ কেন না চিন্তিব সদা ?"
"লজ্জা। লজ্জা।" "ধিক্ ধিক্!" "দূবকবি'দাও"
"নিযম। নিযম।" এক মহা গণ্ডগোল
উঠিল সে সভাতলে ; মাবিতে চাহিল
সুরেশে কেহ বা তথা; "এস না ? কেমন—'
সুবেশ বক্তাবে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বানিল।

কেহ না উত্তর দিল, সকলে নীরব,
ক্রমে শান্তি আবির্ভূতা পুনঃ সভাতলে।
আরম্ভিলা বিপিন আবার বলিবারে,
করতালি ঘন ঘন হৈল পুনরায়।
'শেষ বক্তা বকিলেন বহু অপ্রলাপ,
উত্তর তাহার কিন্তু চাহি না দানিতে
উপস্থিত ক্ষেত্রে। তবে যাইতে যাইতে
দুই চারি কথা তা'র সম্বন্ধে বলিব।
শরীরের বলে নাহি দেখি প্রয়োজন,
বুদ্ধিবল থাকে যদি ; কৌশলে কামান
ভোঁতাইতে পারা যায় ; গোলার অনল
কৌশলে বরফ তুল্য শীতলিয়া যায়।
সংখ্যায় পদার্থ কিছু নাহি থাকে কভু,
পঞ্চ জন আছি, শূন্যে হইব পঞ্চাশ,
পাঁচ শত, সহস্র বা শূন্যেতে সকল।
মূলেতে প্রধান রাশি এক মাত্র যদি
থাকে, তবে শূন্য দিয়া লক্ষ করা যায়।
বৃথা শঙ্কা, শেষ বক্তা, না বুঝিনু কেন
করিলেন ; যাহা হৌক সম্ভব যাহাতে
পরাস্তি' ইংরেজে রণে, বিনা রক্তপাতে

আমাদেব পক্ষে, হয ভারত-উদ্ধার
উপায তাহাব অদ্য হৌক বিবেচিত।”
বসিলা বিপিনকৃষ্ণ কবতালি মাঝে।
দাঁড়াইযা কহিলেন কামিনীকুমাব,—
“দণ্ডাইনু দ্বিতীযিতে, ভদ্রলোকগণ,
সসার প্রস্তাব, যাহা কবিলা বিপিন।
না অপেক্ষি সমর্থন দুর্ব্বল আমাব,
প্রশংসে সবাব কাছে প্রস্তাব আপনা।
কি ছাব মিছাব ভয় কবিলা সুবেশ,
ডবি না তাহাতে আমি; পাবি যদি বণে
পবাভবি' দেশ-বৈরি মৌরুসী দুশ্‌মন
ইংবেজ-কর্ব্বুব-কুলে, যশো-বৈজযন্তী
উড়াইতে ফবফবি ভাবত-আকাশে,
তবে সে সকল জন্ম। পরাজয যদি
স্বদেশ উদ্ধাব হেতু, নাহি লাজ তায।
ফাঁসি দিতে চাহে যদি বিজযী ইংবেজ,
লইব না গলে ফাঁসি; কি ভয হে তবে?—
কবাইতে পাবে বলে মুখের ব্যাদান,
কিন্তু গিলাইতে বস্তু নাহি পারে কেহ।
উচ্চে ডাকি, নিদ্রাগত ভারত-সন্তানে

জাগাও হে বঙ্গবাসি, জাগুক সকলে,
উঠ সবে মুখ ধোও, পর নিজ বেশ,
ভাবত-উদ্ধারে মন করহ নিবেশ।"
ঘোর রোলে করতালি হইল আবার,
কামিনীকুমার পুনর্গ্রহিলে আসনে।

কোন্ ভাবে কার্য্যারম্ভ, কি কৌশলে কোথা,
কখন করিতে হ'বে, কিবা আযোজন,
কোন কার্য্যে কোন জন হৈবে নিযোজিত,
প্রযাণিবে কোন জন কোন অভিমুখে,
প্রহরণ কি কি চাহি,—গভীরে মন্ত্রণা,
বিতর্ক, সিদ্ধান্ত, এবে কৈলা সভ্যবৃন্দ।
দংশিল যে কাল ফণী সুষুপ্ত মানবে,
শোণিতে মিশিল বিষ।—কে বক্ষিতে পারে?
ভাঙ্গিল ভুজঙ্গ-সভা, সভ্য-ভুজঙ্গম
যে যা'র বিবরে গেল গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে।

ইতি শ্রীভারতোদ্ধার কাব্যে মন্ত্রণা নাম
তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

চতুর্থ সর্গ।

নমি আমি, কৃতাঞ্জলি, কবি-গুরু-পদে
বার বার ; গাঢ়-ভক্তি-প্রণোদিত চিতে
আকিঞ্চি তাঁহারে, দাসে না বঞ্চিয়া যাহে,
দয়িযা কিঞ্চিৎ, প্রদানেন পদ-রজঃ,
কবিত্বের চোরা বালি এড়াইয়া যেন
না উঠিতে বিঘ্ন ঝড়, পাড়ি জমি' যায
ভালয ভালয। হায, সদা সশঙ্কিত,
কবিত্ব—প্রবল পদ্মা—তরিব কেমনে!
বিষয—প্রকাণ্ড, শক্তি—পিপীলিকা সম।
পুত্তিকা হইযা চাহি বধিতে রাবণে!
ললিত লবঙ্গ লতা, মঞ্জু কুঞ্জবন,
বংশীধর দাঁড়াইয়া বাঁশরী বাজায,
গোপিনী-মনোমোহন, গোপী-মন হরি,
হায রে কলম্ব-কুল মলম্বা অম্বরে
সুস্বন স্বননে উড়ে যথা মধু মাসে,
মধু ভাষে, মধু হাসে, মধুময় সব
—এ হেন মধুর পদ বিন্যাসিতে কভু
নাহি শিখিযাছি, মূঢ়বুদ্ধি আমি ; কিসে

বর্ণনিব ভাবতের উদ্ধার-বাবতা ?
কবিগুরু পদাশ্রয় ব্যতীত বিফল
হইবে প্রযাস,—ভযে হ'তেছি বিহ্বল।
তাই ধ্যানি, সকরুণে, কবিগুরু, আমি।

কিন্তু কে সে কবিগুরু, যা'ব ধ্যান কবি?
নহে সে বাল্মীকি, নহে পৌবাণিক কেহ,
সমিল-পদ-সূদন শ্রীমধুসূদন
—মৃত, তবু শ্রী যাহাব না যাইবে কভু
—নহে ত এ কবিগুরু, নহে হেমচন্দ্র,
নবীন, প্রবীন কিম্বা ; কেহই সে নহে।
বাস্তবিক কবিগুরু বলিয়া জগতে
কাহারেও নাহি মানি। কেন বা মানিব ?
আপনি লিখিব কাব্য পবিশ্রম কবি',
সুযশ অযশ যাহা হইবে আমাব,
অনাদৃত কাব্য যদি, মুদ্রাব্যয মম,
তবে কেন অন্য জনে গুরু হেন মানি ?
তথাপি এ স্তুতি ধ্যান কবিলাম কেন
সুধাও আমাবে যদি, অবশ্য উত্তব
সন্তোস-জনক তা'ব প্রদানিতে পাবি ;
—গ্রন্থ কলেবব শুধু কবিতে বর্দ্ধন।

এখন(ও) রজনী আছে। নীরব অবনী,
শান্তির কোমল কোলে প্রকৃতি সুন্দরী,—
সুকুমারী চিরবালা দিনের বেলায
সারাদিন খেলা-ধূলা নিতি নিতি কবি',
ধাতাব আদুবে মেয়ে, হাসি মাখা মুখে,
(অলকাব পাশে পাশে মুক্তা-বিন্দু হেন
স্বেদ-বিন্দু শোভা কবে) শ্রান্তি দূব কবে,
গাঢ় ঘুমে অচেতন, আজিও তেমতি—
ঘুমাইছে। দেবকন্যা তারকার দল,
(ইহুদী জিনিযা রূপে) দিবাভাগে যা'বা
লোক-লাজ হেতু থাকে অন্তঃপুব মাঝে,
উন্মোচি' গবাক্ষ যত স্বর্গ নিকেতনে,
দেখিতেছে, বাড়াইযা শ্রীমুখমণ্ডল,
কেমন এ মর্ত্ত্য ভূমি।——
না পড়িতে তোপ,
না ডাকিতে আস্তাবলে কুক্কুট কুক্কুটী,
ভাবত-ভরসা যত বাঙ্গালীর চূড়া,
সভাব মন্ত্রণা স্মরি', নিদ্রা পরিহরি',
কোঁচান-কাপড় কেহ করি' পরিধান,
পরিযা পিরাণ গায়' কোঁচান উড়ূনী

বুকেব উপরে বাঁধি' ফুল উচু কবি,
ইজেব চাপ্‌কান কেহ কার্পেটেব টুপি,
যাহাব যেমন ইচ্ছা সাজিয়া উল্লাসে
ভাবত-উদ্ধাব-ব্রতে উৎসৃজিল তনু,
বাহিবিল গৃহ হৈতে। হায বে সে সাজে
কন্দর্প ভুলিয়া যায, জয কোন ছাব।
ভিন্ন ভিন্ন দিক্‌ দেশে চলিল সকলে।

সুন্দরবনেতে গেল তিন মহাবীব,
রমণী, মোহিনী আব কিশোবী মোহন।
কাটাইল বহুতব সুন্দবীব গাছ
সেই মহাবনস্থলে, উজাড়িল বন,
ক্রমেতে চালান দিল এ মহানগবে।
সেনানী উমেশ আব অপ্রকাশচন্দ্র
পাণ্ডুযাব বনে গেল বাঁশ কাটাইতে।
দিনাজপুরেব অন্ত ছাড়াইযা তা'বা
রঙ্গপুব, জলপাইগুড়ি, ইতি আদি
কত দেশে কত বাঁশ কবিযা সংগ্রহ
মহানগবীতে শেষে আসিল ফিবিয়া
বহু দিন পরে। হেথা উত্তব-পশ্চিমে
ছাতু আর লঙ্কা যত যেথানেতে মেলে

সমস্ত হইল ক্রীত। লঙ্কা কলিকাতা,
ছাতু সব পেশাওর মুখেতে চলিল।
আপনি বিপিনকৃষ্ণ ছাতুর সহিত।
বস্তা বস্তা ছাতু যায় কে করে গণন,
ভারতের প্রান্তে ক্রমে সব উপনীত।
সীমান্তে ইংরেজ যত, করিয়া সন্দেহ
বিপিনে জিজ্ঞাসে বার্ত্তা, কি আছে বস্তায়,
কোথা হইতে আইল, যাইবে বা কোথা ?
বিপিন বলিল, "ছাতু, খাইবার বস্তু,
বাণিজ্য উদ্দেশে যা'বে আফগান দেশে"।
ইংরেজ না ভুলি' তায়, বলিল বিপিনে
পরীক্ষিতে হ'বে ইহা, নতুবা ছাড়িয়া
দিবে না একটী বস্তা। তথাস্তু বলিয়া,
নিয়ম করিয়া পরে এক মাস কাল,
বিপিন চলিয়া গেল আফগানস্থানে।
সীমান্ত-রক্ষক ছিল মিষ্টর ডনশ,
সকল বস্তার ছাতু দেখিল খুলিয়া
এক এক করি,তা'র তথাপি সংশয়
না মিটিল। রাসায়ন-পরীক্ষার তরে
প্রধান নগরে যত প্রধান বিজ্ঞানী,

তাঁদের সমীপে দিল নমুনা প্রেরিয়া।
বহু পরীক্ষার পরে ডনশ সমীপে
সিদ্ধান্ত উত্তর গেল—দহ্যমান নহে।
বিপিন ইত্যবসরে আমীরের সহ
স্থাপিল সাহায্য-সন্ধি, বক্ষণ পীড়ন।
নিযম হইল এই—আমীরের বাজ্যে
বিপিন পাইবে পথ বাঙ্গালীব তরে
অবারিত, হৈলে পরে ভারত উদ্ধার,
ভারতের অর্দ্ধ অংশ আমীর পাইবে।
ঠিক এই মর্ম্মে সন্ধি পারস্যের সহ
বিপিন করিয়া শেষে, ভারত সীমায়,
ছাতু লইবারে ফিরে আইল, লইল।
আররের মরুভূমি উত্তরিয়া পরে,
সুএজ-খালের ধারে অযুত গুদাম
ভাড়া করি', ছাতু দিয়া বোঝাই করিল।
স্বদেশে বিপিনকৃষ্ণ ফিরিয়া আসিল।
হেথা কলিকাতা ধামে মহা হুলস্থুল,
ইংরেজ অসন্দিহান কিন্তু বরাবর।
ব্যাপৃত কামার যত বঁটি নির্মাণে,
সুন্দরীর কাষ্ঠে বাঁট গড়িছে ছুতোর,

বাঁশ সব কাটিয়া গড়িছে পিচকারি।
চিতপুব-খাল-ধাবে কুম্ভকাব দল
মাটী তুলিবাব ছলে, সুড়ঙ্গ কাটিযা
চলিল গড়েব মুখে। গড়েব তলায,
সেই সুড়ঙ্গ অন্তরে, লঙ্কা স্তূপাকৃতি
বোঝিত হইল, চুপি চুপি নিশি যোগে।
কেহ না জানিল বার্ত্তা, না সুধায কেহ।
বাজারে পটকা যত মিলিল কিনিতে,
সব কিনি', সল্‌তে তাব ছিঁড়িযা লইযা,
পটকা লঙ্কাব স্তূপে মিশাইযা দিযা,
রক্ষিত সল্‌তেব সূত্র সুড়ঙ্গেব মুখে।
দিবা নাই, বাত্রি নাই, এ ভাবে উদ্যোগ,
শেষ হইল এক দিন কার্ত্তিক মাসেতে।

ইতি শ্রীভাবতোদ্ধাব কাব্যে উদ্যোগো নাম
চতুর্থঃ সর্গঃ।

পঞ্চম সর্গ।

বাঙ্গালায বিভাবরী হইল প্রভাত।
আজি যেন নবোৎসাহে জাগিল বাঙ্গাল॥

সমীর বহিল যেন নূনবীন ভাবে,
ভাবি-আনন্দের ভাবে হইয়া বিভোর,
প্রকৃতি পুলক-অশ্রু, শিশিবেব ছলে,
সমধিক পরিমাণে ফেলিলেন যেন।
কামিনী, বিপিনকৃষ্ণ, বসন্ত, বমণী,
আব যত বঙ্গবীব, গত রজনীতে—
উৎসাহ আশঙ্কা, আশা নৈবাশ্য পর্য্যাযে
পীড়িয়াছে তাহাদেব হৃদয় যেমন,—
উঠিযাছে চমকিয়া বহিয়া রহিয়া,
নাহি ভুঞ্জিযাছে, তা'বা নিদ্রার বিলাস।
"সুস্বপ্ন, সুস্বপ্ন" বলি' প্রণযিনী-কুল
ধবিযাছে তাহাদের বুক চাপি' চাপি'।
দুরু দুরু কবে হিযা প্রভাত যখন,
বিপিন, বিশুষ্কমুখ, উঠিলা বসিযা
প্রণযিনী-পদপ্রান্তে ; ধরিযা চরণ
"আজি বে সুন্দরি, দেখা জনমেব মত
হয বুঝি ; আর বুঝি ও মুখ-কমল
হাসিবে না এ অভাগা মুখ পানে চাহি';
জনমের মত বুঝি হাসি ফুবাইবে ;
একমাত্র আমি জানি তুষিতে তোমায়,

কে আব কবিবে প্রীতি, সোহাগ, যতন,
আমি যদি যাই, প্রিযে, প্রাণেব পুতলী ?”
কান্দিল৷ বিপিনকৃষ্ণ ঝব ঝব ঝবে।
“সে কি কথা প্রাণনাথ ? এ কি কুলক্ষণ ?”
উঠিয়া বসিল সতী, পতি-কর ধবি’,
“কোথায যাইবে তুমি ? কেন হেন ভাব ?
নিবাব নযন-বাবি, বোদন তোমাব
কভু নাহি শোভা পায; কি দুঃখে বা কান্দ ?
নাহিক চাকুবী, তাই যা’বে কি বিদেশে
কবিতে অন্নেব চেষ্টা, কবিয়াছ মনে ?
কাজ কি তোমাব গিযা, এত ক্লেশ যদি
পাও তুমি মনে, নাথ। কাটনা কাটিয়া
খাওযাইব ঘবে বসি’, ভাবনা কি তাব ?
অবশ্যই কোন মতে দিন কেটে যাবে।”
“তা’ নয় প্রেযসী” বলে ঈষৎ হাসিযা
বিপিন, আরুদ্ধ-কণ্ঠ চিত্তের আবেগে,
—সে হাসি কান্নাব সনে মিশিযা সুন্দব,
রৌদ্র বৃষ্টি এক সঙ্গে হায বে যেমতি
নববর্ষা-সমাগমে—“ তা’ নয প্রেযসি,
স্বদেশ-উদ্ধার-কল্পে বাহিরিব আজি,

কবিব বিচিত্র বণ ইংবেজেব সনে,
শেষে পবাস্তিব তাবে, সফল জনম
কবিব, ভাবতে দিয়া স্বাধীনতা ধন,
বহুদিন অপহৃত হইযাছে যাহা।”
“রক্ষা কর নাথ, যুদ্ধে যাওয়া হইবে না,
কোথায় বাজিবে অঙ্গে”—চমকে বিপিন,
শিহবে সর্ব্বাঙ্গ তা'র কাঁটা দিযা উঠে—
“দেখ দেখি যাব নাম কবিতে স্মবণ
অস্থিব হ'তেছ হেন, সহিবে কেমনে?
কে দিল কুবুদ্ধি ঘটে? তাব মাথা খাই,
দেখা যদি পাই এবে। বলি প্রাণনাথ,
দেশ ত দেশেই আছে, কি আব উদ্ধাব?
এতই অমূল্য ধন স্বাধীনতা যদি,
নিতান্তই দিবে যদি সে ধন কাহাবে,
আমাবেই দাও নাথ, ল'ব শিবঃ পাতি;
আমি তব চির দাসী।” “ভয নাই সতি,
স্বদেশ-বাৎসল্য, স্বাধীনতা মহাধন,
বুঝিবে না মর্ম্ম তুমি,—দর্শন বিজ্ঞান
পড়া শুনা না থাকিলে বুঝা নাহি যায।
তোমাবে দিবাব বস্তু নহে তা' কদাপি।

কৌশলেব যুদ্ধে দেহে কভু না বাজিবে ;
নিশ্চিত যাইব বণে, উদ্যম ভাঙ্গিযা
হতাশ্বাস, হতবল কবিও না মোবে।"
"ভয যদি নাই তবে চক্ষে জল কেন ?"
"প্রিযা-মুখ না হেবিলে যাত্রা নাহি হয,
যাত্রা-কালে নেত্র-জল বাঙ্গালী-কল্যাণ,
উদ্দেশ কবিযা যদি কোন(ও) কাজে যাই
গৃহ ছাড়ি দুই পদ, কান্দিবাবে হয।"
"নিতান্তই যা'বে যদি হৃদযবল্লভ,
নিতান্ত দাসীব কথা না বাখিবে যদি,"
(ফুকাবি' কান্দিযা এবে উঠিলা বিপিন)
"আলু-ভাতে ভাত তবে দিই চড়াইযা,
খাইযা যাইবে যুদ্ধে।"—বিপিন সম্মত।
এই ভাব সে প্রভাতে প্রতি ঘবে ঘবে।
তাড়াতাড়ি স্নান কবি' বঙ্গবীববৃন্দ
নাকে মুখে গুঁজিলেন ভাতে ভাতে দুটো,
কাঁপিতে কাঁপিতে, হায আশ্বিনে যেমতি
শাবদীয মহোৎসবে, অষ্টমী তিথিতে,
পূজাব প্রাঙ্গণে পাঁঠা বদ্ধ যূপকাঠে
বিল্বপত্র চর্ব্বে, যবে ছেদক আসিতে

বিলম্ব করযে কিছু ; অথবা যেমন
মার্গশার্ষে পরীক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালযে।
যাত্রা কবি' একে একে বীরশ্রেষ্ঠ যত
সভাগৃহে উপনীত হইলা সকলে।
আইল তাবিত বার্ত্তা—"ফেলা হইয়াছে"—
বুঝিলা সে বীব-বৃন্দ, নিরূপিত দিনে
পূর্ব্বেব সঙ্কেত মত, সুএজে যে ছাতু
বিপিন আসিযাছিল সঞ্চিত কবিযা,
তথাকাব কর্ম্মচাবী গাঢ় নিশিযোগে
সে সব নিক্ষেপিযাছে, সুএজের খালে,
শুযিযাছে যত জল, খাল বন্ধ এবে।
আনন্দে বিষম বোলে হৈল কবতালি,
"জয় ভাবতেব জয়" শব্দ সভাতলে ;—
ইংরেজের ভবিষ্যৎ পথ রুদ্ধ এবে।
চলিলা সে যোদ্ধৃদল মহাতেজে ভবি।
উড়িতেছে দূর শূন্যে বংশদণ্ডোপবি,
রঞ্জিত বাসন্তি বঙ্গে, মদন-মূবতি-
সুলাঞ্ছিত, ভাবতের নাম আঁকা তাহে,
পতাকাব শ্রেণী, আহা পত পত-স্বনে,
সঞ্চারি' অরাতি-হৃদে কালান্তেব ভয়।

বাজিতেছে রণ-বাদ্য তবলাব চাটি,
(কটিতে আবদ্ধ যাহা) মৃদঙ্গ, মন্দিবা,
সেতাব, ফ্লুট, বীণ, ঘুঙ্গুবেব সনে
সুমধুব ভীমববে, বৌবব চৌদিকে।
প্রত্যেক যোদ্ধার কবে ভীম পিচকাবি,
কাহার বা বঁটি হাতে,—চলে বীবদাপে,
বঁপাইযা শক্রহিয়া, কাঁপাইয়া মহী।
মুখে জয় জয় শব্দ, আকুলিত দেশ,
বিপিন, কামিনী চলে পশ্চাতে পশ্চাতে।
সকলে উৎসাহপূর্ণ, হায বে যেমতি
উর্দ্ধপুচ্ছ গাভিদল গোষ্ঠের সময়ে।

গড়েব সম্মুখে গিযা বীববৃন্দ এবে
দাঁড়াইলা ব্যূহ বচি', অপূর্ব্ব সে ব্যূহ,
চক্রাকৃতি, চতুষ্কোণ, অর্দ্ধচন্দ্র প্রায়,
অদ্ভুত শ্রবণাকৃতি শ্রবণ অন্তবে,
করাল কাতার দিযা দাঁড়াইলা সবে
পটকা এক এক হাতে। বিপিন আদেশে,
প্রসাবি' দক্ষিণ বাহু যথাসাধ্য যা'র,
সবলে নযন মুদি, মুখ ফিবাইয়া
পটকা ছুড়িল ভীম বজ্রনাদ কবি'।

কলসে পটকা পূরি, সংযোজি অনল
নিক্ষেপিল মহাবেগে গড় অভিমুখে।
　ভাবিয়া তামাসা কিছু হই'ছে বাহিরে,
ইংরেজ-সৈনিকদল, যত ছিল গড়ে
দৌড়াদৌড়ি বাহিরিল রঙ্গ দেখিবারে,
—হায় রে না জানে তা'রা, অদৃষ্টের বশে.
কালের করাল রঙ্গ হইতেছে এবে।
সিকতা-মিশ্রিত জলে পূরি' পিচকারি
হানিল বাঙ্গালী-সৈন্য ইংরেজের আঁখি
লক্ষ্য করি', কচকচি কচালি নয়ন
বিষম বিভ্রাট তবে জানিল ইংরেজ।
"জয় ভারতের জয়"—ঘোর জয়ধ্বনি
ছাইল বিমানমার্গ, হুড়াহুড়ি করি'
পলায় গড়ের মধ্যে ইংরেজের দল। ·
　পুনশ্চ ইংরেজ সৈন্য বাহিরিল বেগে,
সসজ্জ, সশস্ত্র এবে; বন্দুক, শঙ্গিন,
ঝক ঝকি ঝলসিল বাঙ্গালী-নয়ন,
কোষের ভিতর হয কিরিচ ঝঞ্চনা
বাঙ্গালী-হৃদয়ে ভীতি উপজি' ক্ষণিক।
সেনাপতি আদেশেতে, অবাতির দল

কবিল আওয়াজ ফাঁকা ধড় ধড় ধড়,—
বাঙ্গালী অৰ্দ্ধেক সৈন্য পড়ে মূৰ্চ্ছাগত।
তথাপি সে রণে ভঙ্গ না দিয়া বাঙ্গালী,
অৰ্দ্ধবল, আবম্ভিল ঘোব যুদ্ধ এবে।
সুড়ঙ্গেব মুখে সল্‌তে ছিল সুবক্ষিত,
অনল সংযোগ তাহে হইল এখন,
চটপট ভীম শব্দে গড়েব ভিতব,
গড়ের বাহিবে তথা, যথায় ইংবেজ-
সৈন্যশ্রেণী দাঁড়াইযা, ক্ষিতি বিদাবিযা
গৰ্জ্জিযা উঠিল ধুম লঙ্কা-দগ্ধ করি';
ধূমে ধূমে সমাচ্ছন্ন হৈল দশদিক,
প্রবল লঙ্কাব ধূম প্রবেশি অবাতি-
নাসাবন্ধ্রে, গলে, হায খক খক খকে
কাসাইল শক্রদলে, ফ্যাচ ফ্যাঁচ ফ্যাচে
হাঁচাইল ভযঙ্কব, কাতবিল সবে।
তদুপবি বালি-জলে পড়ে পিচকাবি।
কাতব ইংবেজ-কুল; স্খলিযা পড়িল
হস্ত হৈতে ভূমিতলে সমস্ত বন্দুক।
কুড়াইয়া সে বন্দুক বাঙ্গালী সৈনিক
মহাবেগে গঙ্গাজলে নিক্ষেপিল এবে।

সুশিক্ষিতা অশিক্ষিতা বিবিধ রমনী—
কাহাব চসমা চক্ষে, গৌন পবা কেহ,
কার্পেট-শিল্পিনী কেহ বুনিছে সুন্দব,
মখমলে ঊর্ণা-ফুল,—দাঁড়াইয়া ছাদে
এ উহাবে দেখাইয়া বীর্য্য বাখানি'ছে,
কেহ বা হেবিয়া মুগ্ধ, দেখি'ছে নীববে;
মোহন হাসিব ছলে কোন সীমন্তিনী
পুষ্প ববিষণ কবে বাঙ্গালী উপরে।
ধন্য বে বাঙ্গালী-শিক্ষা। ধন্য রে কৌশল!
ধন্য বণ বাঙ্গালীব। ধন্য বীরপনা।
বিচিত্র সাহস তা'ব কেমনে বাখানি।
স্তব্ধ দেব দৈত্য দেখি' বাঙ্গালী-বীবতা।

অস্ত্রহীন অবিকুল, ব্যাকুল ভাবিযা,
পুনঃ প্রবেশিল সবে গড়েব অন্তরে,
কবিল মন্ত্রণা ঘোব অর্দ্ধদণ্ড কাল।
পুনঃ জয জয় ধ্বনি উঠিল আকাশে,
"জয ভাবতের জয," কাঁপিল ইংবেজ।
মাচায অর্জ্জিযাছিল অলাবুব লতা,
পতিপ্রাণা মেমকুল ব্যঞ্জনের তরে
সেই সব মাচা খুঁজি তন্ন তন্ন করি

অগণ্য অলাবু এবে করিল বাহির।
অলাবুর প্রহরণে সাজিয়া আবার
গদাযুদ্ধে অগ্রসর হইল ইংরেজ।
ইংরেজ বাঙ্গালী পুনঃ আরম্ভিল রণ।
নির্ভীক বাঙ্গালী বীর বঁটি ধরি করে
কচ কচ লাউ কাটি করে খান খান।
অলাবু প্রহারে কিন্তু বিষম আহবে,
অস্থির বাঙ্গালী সৈন্য তিষ্ঠিবারে নারে,
পড়িল সৈনিক বহু।—দেখি মিত্রক্ষয়,
সারি দিয়া দাঁড়াইয়া বঙ্গ-বিলাসিনী
নয়নে অজস্র অশ্রু বর্ষিতে লাগিল
অরাতি-বদন লক্ষি' ; অসংখ্য ইংরেজ
পপাত সে ভূমিতলে, মমারচ বহু,
রণে ভঙ্গ দিল যা'রা ছিল অবশেষ,
মাগিল জীবন ভিক্ষা বিনয়ে, কাতরে।
তথাপি উকীল-সৈন্য বঁটি হস্তে করি',
বাম করে শামলার ঢাল শোভিতেছে,
পড়িল অরাতি মাঝে—পলায়নপর
আপনি যাহারা এবে। জয় জয় রবে
আচ্ছন্ন করিল দিক্, হারিল ইংরেজ।

শান্তিব প্রস্তাব যবে কবিল অবাতি,
উকীল সম্মতি দিল ; হইল নিযম
দেশে না যাইবে কেহ ইংবেজ যতেক
অনুমতি না লইযা, থাকিবে ভাবতে
ভৃত্যভাবে, ভাবতেব কবিবেক সেবা।
—যে যেমন আছে এবে বহিবে তেমতি।
স্বাধীন বাঙ্গালা এবে, স্বাধীন ভাবত,
ভাবতের জয় শব্দ উঠিল চৌদিকে,
বাঙ্গালী ভাবত-প্রাণ হইল বিখ্যাত
ভাবত-উদ্ধাব যবে হৈল হেন মতে।
ভাবত-উদ্ধাব কথা অমৃত সমান।
দ্বিজ বামদাস ভণে, শুনে পুণ্যবান ॥

ইতি শ্রীভাবতোদ্ধার কাব্যে উদ্ধাবো নাম
পঞ্চমঃ সর্গঃ।

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ।